দৈনন্দিন জীবনে

প্রিয় নবীর সুন্নাতসমূহ

মূল

বিশ্ববিখ্যাত বুযুর্গ, রুমীয়ে যামানা কুতবে আলম আরেফবিল্লাহ

হযরত মাওলানা শাহ হাকীম মুহাম্মাদ আখতার সাহেব রহ.

ভাষান্তর

মুফতী মুহাম্মাদ আল আমীন চাঁদপুরী

ফাযেলে জামিয়া আরাবিয়া ইমদাদুল উলুম ফরিদাবাদ, ঢাকা

শিক্ষক, গুলবদন মাদরাসা, মৌলভী বাজার, ঢাকা

প্রকাশনায়

রাহনুমা প্রকাশনী ™

অর্পণ

শ্রদ্ধেয় আব্বা-আম্মা, যাঁরা পরকালের জবাবদিহিতা
থেকে বাঁচতে সন্তানের জন্য শ্রেষ্ঠ শিক্ষাকে নির্বাচন
করেছেন, তাঁদের সুস্থতা কামনায়

ও

আসাতেযায়ে কেরাম, যাঁদের কাছে আমার
ইলমি জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত চিরঋণী—
তাঁদের সুস্বাস্থ্য ও দীর্ঘ হায়াতের প্রত্যাশায়।

–মুহাম্মাদ আল আমীন

নায়েবে আমীরুল মুজাহিদীন, পীরে কামেল
মুফতী সৈয়দ মুহাম্মাদ ফয়জুল করিম সাহেব
দা. বা.-এর
দুআ ও বাণী

নাহমাদুহু ওয়া নুসাল্লি আলা রাসূলিহিল কারীম। সকল তারিফ ও প্রশংসা একমাত্র আল্লাহ পাকের জন্য। অসংখ্য দুরুদ ও সালাম বর্ষিত হোক আখেরি নবী হযরত মুহাম্মাদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর।

আমি জেনে খুবই খুশি হলাম, বিশ্ববিখ্যাত বুযুর্গ হযরত মাওলানা শাহ হাকীম মুহাম্মাদ আখতার সাহেব রহ.-এর উর্দু কিতাবের বাংলা অনুবাদ *প্রিয় নবীর সুন্নাতসমূহ* প্রকাশ হতে যাচ্ছে। একজন মুমিনের দৈনন্দিন জীবনে যা দরকার—অর্থাৎ ঘুম থেকে শুরু করে নামায, মুআমালাত, মুআশারাত ও বিবাহ ইত্যাদি সকল বিষয়ের সুন্নাত কিতাবটিতে বর্ণিত আছে।

আশা করি, মুসলমান ভাই-বোনেরা এই কিতাবটি সংগ্রহ করে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাতের ওপর নিয়মিত আমল করার অভ্যাস করবেন।

আল্লাহ পাক আমাদের সবাইকে তাঁর প্রতিটি সুন্নাতের ওপর যথাযথ আমল করার তওফিক দান করুন। আমীন।

(মুফতী ফয়জুল করিম)

ফরিদাবাদ মাদরাসার স্বনামধন্য মুফতী ও মুহাদ্দিস
মুফতী মুহাম্মাদ ইমাদুদ্দীন সাহেব দা. বা.-এর

দুআ ও বাণী

সমস্ত প্রশংসা মহান রাব্বুল আলামিন আল্লাহরই জন্য। অসংখ্য দুরুদ ও সালাম বর্ষিত হোক সাইয়েদুল মুরসালিন, রাহমাতুল্লিল আলামীন, মুহাম্মাদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর।

রুমীয়ে যামানা কুতবে আলম আরেফবিল্লাহ হযরত মাওলানা শাহ হাকীম মুহাম্মাদ আখতার সাহেব রহ.-এর পরিচয় নতুন করে তুলে ধরার প্রয়োজন আছে বলে মনে করি না। হযরত দীনের হেফাজত ও উম্মতকে আল্লাহ তাআলার মহব্বত ও মারেফাত শেখানোর ক্ষেত্রে যে অসামান্য অবদান রেখেছেন, তা বলাই বাহুল্য।

এমনিতে তো তাঁর সব কিতাবই মাকবুলে আম বলে বিবেচিত। তবে *পেয়ারে নবী কী পেয়ারি সুন্নতে* নামক কিতাবটি অতি গুরুত্বপূর্ণ ও সর্বমহলে মাকবুল ও সমাদৃত। দৈনন্দিন জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রিয় নবীজির সুন্নাতসমূহ আঁকড়ে ধরা বর্তমান যামানায় একপ্রকার জিহাদ। তাই কিতাবটির বিশুদ্ধ ও পরিচ্ছন্ন অনুবাদের প্রয়োজনীয়তা অনুভব হচ্ছিল দীর্ঘ দিন যাবৎ।

আলহামদুলিল্লাহ, আমার স্নেহাস্পদ ছাত্র মুহাম্মাদ আল আমীন অত্যন্ত সহজ-সরল ও সাবলীল ভাষায় অনুবাদ করেছে। তার পাণ্ডুলিপির কিছু অংশ দেখেছি। কাঁচা হাতের অনুবাদ হলেও মোটামুটি ভালো হয়েছে। আগামীতে আরও ভালো হওয়ার আশায় তার হিম্মত আফযাইয়ুর জন্য দু'কলম লিখে দিলাম। আল্লাহ তাআলা তার এ ছোট খেদমতকে কবুল করুন ও উম্মতের জন্য ফায়েদাজনক করুন। আমীন।

(মুফতী মুহাম্মাদ ইমাদুদ্দীন)

অনুবাদকের কথা

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّيْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ. اَمَّا بَعْدُ:

قَالَ اللّٰهُ سُبْحَانَهُ تَعَالٰى وَمَا اٰتَاكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا.

অর্থ : (হে মুসলমানগণ,) রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তোমাদের যা আদেশ করেছেন, তা তোমরা পরিপূর্ণভাবে গ্রহণ করো, আর যা তোমাদের নিষেধ করেছেন তা থেকে বিরত থাকো। (সূরা হাশর : ৭)

অন্য আয়াতে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন—

হে নবী (মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম), আপনি বলে দিন, যদি তোমরা আল্লাহকে ভালোবাস, তবে তোমরা আমার অনুসরণ করো। আল্লাহ তোমাদেরকে ভালোবাসবেন এবং তোমাদের গুনাহসমূহ ক্ষমা করবেন। আর আল্লাহ তাআলা অত্যন্ত ক্ষমাশীল ও বড় করুণাময়। (সূরা আলে-ইমরান : ৩১)

এ সম্পর্কে আমাদের প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন—

আমার উম্মতের মধ্যে যে ব্যক্তি ফেতনা-ফাসাদের যামানায় সুন্নাতের ওপর অবিচল থাকবে, সে শত শহীদের সাওয়াব পাবে।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও ইরশাদ করেন—

যে ব্যক্তি আমার সুন্নাতের হেফাজত (পালন) করবে, আল্লাহ তাআলা তাকে হেফাজত করবেন; এবং চারটি জিনিস দ্বারা তাকে সম্মানিত করবেন :—(১) সকল নেককার লোকের অন্তরের মধ্যে তার মহাব্বত সৃষ্টি করে দেবেন। (২) গুনাহগারদের অন্তরের মধ্যে তার ভয় ঢুকিয়ে দেবেন। (৩) রিজিকের প্রশস্ততা দান করবেন। (৪) দীনের ওপর অবিচল থাকার তওফিক দান করবেন।

উল্লিখিত আয়াতে কারীমা ও হাদীস শরীফ দ্বারা প্রতীয়মান হয়, আল্লাহ তাআলাকে পাওয়ার জন্য প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুসরণ পূর্ব-শর্ত—যাঁর একান্ত মেহনত ও অবিরাম প্রচেষ্টার বদৌলতে চরম বর্বরতার অবসান ঘটে সভ্যতার স্বর্ণযুগ সৃষ্টি হয়েছে। আর এ কথা দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট যে, বিশ্বমানবতার উৎকর্ষ সাধন, ইহকাল-পরকালের প্রকৃত শান্তি, নিরাপত্তা ও সফলতা অর্জনের একমাত্র পথ হচ্ছে তাঁরই বাতলানো তরিকা, যাকে আমরা সুন্নাত বলে বুঝি।

সুন্নাত হচ্ছে 'উসওয়ায়ে হাসানাহ'—নিখুঁত, উৎকৃষ্টতম ও উন্নততর আদর্শ, যা আল্লাহ ও পরকালের প্রতি ঈমানদার প্রত্যেকটি মানুষের জন্য একান্তভাবে অনুসরণীয়। কিন্তু আফসোসের বিষয় হচ্ছে, আমরা তাঁর উম্মত বলে দাবিদার হওয়া সত্ত্বেও আমরা কত জন সুন্নাত তরিকা অনুযায়ী জীবনযাপন করছি! আল্লাহর হুকুম—নামায, রোযা, হজসহ হাতেগোনা কয়েকটি হুকুমই বেশিরভাগ মানুষ পালন করে। এ ছাড়া অন্যান্য দিক তেমন গুরুত্ব পায় না। তবে যতটুকু হচ্ছে—আলহামদুলিল্লাহ। আর আল্লাহ তাআলার মেহেরবানিতে যারাই মোটামুটি ইসলামী বিধান মেনে চলছেন, তার অধিকাংশই সুন্নাত অনুযায়ী আদায় করছেন

না। আর এ অনাদায়ের পেছনে এ ধরনের বিস্তারিত বর্ণনাসহ প্রামাণ্য গ্রন্থের অভাব অন্যতম কারণ বলে বিবেচিত। কাজেই নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাত-সম্বলিত পাকিস্তানের বিখ্যাত বুযুর্গ রুমীয়ে যামানা কুতবে আলম আরেফবিল্লাহ হযরত মাওলানা শাহ হাকীম মুহাম্মাদ আখতার সাহেব রহ.-এর রচিত উর্দু কিতাবটি অনুবাদ করার তওফিক হয়; যার মধ্যে একজন মুমিন সকালে ঘুম থেকে উঠে পুনরায় বিছানায় যাওয়া পর্যন্ত কী কী করতে হবে, তার বর্ণনা রয়েছে। এমনকি সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়াকালীন, মৃত্যুকালীন, বিবাহ, সফর ইত্যাদি প্রয়োজনীয় সকল বিষয়ের সুন্নাতই এ বইয়ে বর্ণিত হয়েছে। কাজেই এ কিতাবটি প্রত্যেক মুসলমানের নিকট থাকা দরকার; এবং আমাদের সন্তান-সন্ততিকে শৈশব থেকেই সুন্নাতের তালিম দেওয়া দরকার, যাতে সুন্নাত তাদের অভ্যাসে পরিণত হয়।

গ্রন্থটি ত্রুটিমুক্ত করার জন্য যথেষ্ট মেহনত করা হয়েছে; তা সত্ত্বেও ভুল-ত্রুটি থাকাটা স্বাভাবিক। তাই আশা করি পাঠকবৃন্দ ক্ষমার দৃষ্টিতে দেখবেন। আল্লাহ তাআলা জীবনের সকল কাজে সুন্নাতের অনুসরণ করার তওফিক দান করুন এবং আমাদের এ মেহনতকে কবুল করুন। আমীন।

মুহতাজে দোয়া
মুহাম্মাদ আল আমীন
কোটরাবাদ, বহরিয়া বাজার, চাঁদপুর (সদর)

সূচিপত্র

ঘুম থেকে ওঠার সুন্নাতসমূহ—১৫
জামা-কাপড় পরিধান করার সুন্নাতসমূহ—১৬
বাথরুমে প্রবেশ করা, বের হওয়ার দুআ ও সুন্নাতসমূহ—১৬
ঘর থেকে বের হওয়ার দুআ—২০
ঘরে প্রবেশ করার দুআ—২০
মসজিদে প্রবেশ করার সুন্নাতসমূহ—২১
মসজিদ থেকে বের হওয়ার সুন্নাতসমূহ—২১
মেসওয়াকের সুন্নাতসমূহ—২২
উযুর সুন্নাতসমূহ—২২
উযুর চারটি ফরয—২৫
গোসল করার সুন্নাত তরিকা—২৬
গোসলের ৩টি ফরয—২৭
আজান ও ইকামতের সুন্নাতসমূহ—২৭
নামাযের সুন্নাতসমূহ—২৯
কেরাতের ৭টি সুন্নাত—৩০
রুকুর ৮টি সুন্নাত—৩১
সেজদার ১২টি সুন্নাত—৩২
কাআদাহ-এর (তাশাহুদের জন্য বসার) ১৩টি সুন্নাত—৩৩
নামাযের (ভেতরের) ফরযসমূহ—৩৪
মহিলাদের নামাযে বিশেষ পার্থক্য—৩৫
নামাযের ওই সকল আদব যা সবার (নারী-পুরুষ উভয়ের) জন্য সমান—৩৬
ফরয নামাযের পরের দুআসমূহ—৩৬

জুমার দিনের সুন্নাতসমূহ—৩৭
খানা খাওয়ার সুন্নাতসমূহ—৩৯
পানি পান করার সুন্নাতসমূহ—৪২
লেবাস বা পোশাকের সুন্নাতসমূহ—৪৪
চুলের সুন্নাতসমূহ—৪৫
রোগ, চিকিৎসা এবং রোগীকে দেখার সুন্নাতসমূহ—৪৭
সফরের সুন্নাতসমূহ—৪৯
বিবাহের সুন্নাতসমূহ—৫৩
ওলিমা বা বৌভাতের সুন্নাতসমূহ—৫৪
সন্তান প্রসব হওয়াকালীন সুন্নাতসমূহ—৫৫
মৃত্যুর পরবর্তী সুন্নাতসমূহ—৫৬
ঘুমানোর সুন্নাতসমূহ—৫৯
মুআশারাত অর্থাৎ সমাজে বসবাসের সুন্নাতসমূহ—৬১
ইস্তেখারার নামায—৬৩
হাজতের নামায—৬৫
সালাতুত তাসবিহ—৬৭
বিবিধ সুন্নাতসমূহ—৬৮

بسم الله الرحمن الرحيم

ঘুম থেকে ওঠার সুন্নাতসমূহ

১. ঘুম থেকে ওঠামাত্রই উভয় হাত দ্বারা চোখমুখ ডলা সুন্নাত, যাতে ঘুমের জড়তা দূর হয়ে যায়।[১]

২. (ফজরের সময়) যখন ঘুম থেকে উঠবে, তখন এ দুআ পড়বে—

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْٓ اَحْيَانَا بَعْدَ مَآ اَمَاتَنَا وَاِلَيْهِ النُّشُوْرُ ـ

অর্থ : সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি আমাদেরকে মৃত্যু (মৃত্যুর ন্যায় ঘুম) দান করার পর জীবন দান করেছেন। এবং তাঁর নিকটই আমাদের ফিরে যেতে হবে।[২]

৩. যখন ঘুম থেকে উঠবে, তখন মেসওয়াক করা সুন্নাত।[৩]

ফায়েদা : উযু করার সময় (পুনরায়) দ্বিতীয়বার মেসওয়াক করতে হবে। কেননা ঘুম থেকে ওঠামাত্র মেসওয়াক করা পৃথক সুন্নাত।

---

১. *শামায়েলে তিরমিযী*, ১৮ পৃষ্ঠা : باب ماجاء فى عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم ।

২. *বুখারী শরীফ*, ৯৩৬ পৃষ্ঠা : باب مايقول اذااصبح ।
মুসলিম শরীফ, ২ : ৩৪৮ পৃষ্ঠা : باب الدعاء عندالنوم ।
আবু দাউদ শরীফ, ২ : ৩৩৫ পৃষ্ঠা : باب مايقول اذااصبح عمل اليوم والليلة للنسائ ।
তিরমিযী শরীফ, ২ : ১৭৬ পৃষ্ঠা : باب ماجاء فى الدعاء اذا اصبح واذا أمسى ।
ইবনে মাজাহ শরীফ, ২৭৬ পৃষ্ঠা : باب ما يدعواذاانتبه من الليل ।
মেশকাত শরীফ, ১ : ২০৮ পৃষ্ঠা : باب مايقول عند الصباح والمساء والمنام ।

৩. *মুসনাদে আহমদ*, ৫ : ৪৭৫ পৃষ্ঠা।
আবু দাউদ শরীফ, ১ : ৮ পৃষ্ঠা : باب السواك لمن قام بالليل ।

৪. পানির পাত্রে হাত দেওয়ার পূর্বে তিনবার উভয় হাতের কব্জি পর্যন্ত ভালোভাবে ধুয়ে নেওয়া সুন্নাত।[১]

জামা-কাপড় পরিধান করার সুন্নাতসমূহ

পায়জামা অথবা সেলোয়ার পরার সময় প্রথমে ডান পা এরপর বাম পা প্রবেশ করাবে। অনুরূপভাবে জুব্বা অথবা জামা ইত্যাদি পরার সময়ও প্রথমে ডান দিকের হাতায় (ডান হাত) তারপর বাম দিকের হাতায় (বাম হাত) প্রবেশ করাবে।

এভাবে জুতা পরিধান করার সময়ও প্রথমে ডান পা এরপর বাম পা প্রবেশ করাবে। আর যখন খুলবে, তখন প্রথমে বাম দিকের পা তারপর ডান দিকের পা খুলবে।

এ হুকুম শরীরে পরিধানযোগ্য সকল জিনিসের জন্য।[২]

বাথরুমে প্রবেশ করা, বের হওয়ার দুআ ও সুন্নাতসমূহ

১. ইস্তেঞ্জার জন্য পানি এবং ঢিলা উভয়টি ব্যবহার করা। ঢিলার সংখ্যা তিনটি হওয়া মুস্তাহাব।[৩]

বি. দ্র. : আধুনিক পায়খানায় মাটির ঢিলা অথবা কাপড়ের টুকরো ব্যবহার করার কারণে অসুবিধা দেখা দেয়। এজন্য কোনো কোনো উলামায়ে কেরাম টয়লেট পেপার ব্যবহারের পরামর্শ দিয়েছেন।

২. মাথা ঢেকে ও পায়ে জুতা পরে যাওয়া সুন্নাত। রাসূল সাল্লাল্লাহ

---

১. *তিরমিযী শরীফ*, ১ : ১৩ পৃষ্ঠা : باب ماجاء اذااستيقظ احدكم من منامه فلا يغمسن يده فى الاناء حتى يغسلها ।

২. *বুখারী শরীফ*, ২ : ৮৭০ পৃষ্ঠা : باب يبدأ بانتعال اليمنى ।
তিরমিযী শরীফ, ১ : ৩০৭ পৃষ্ঠা : باب ماجاء باى رجل يبدأ اذا انتعل; *বজলুল মাজহুদ* ১ : ১৪২-১৪৩।

৩. *মুসলিম শরীফ* ১ : ১৬৩ পৃষ্ঠা : باب مايقول عندالخلاء ।
তিরমিযী শরীফ, ১ : ৭ পৃষ্ঠা : باب يقول اذا دخل الخلاء ।